প্রথম আলো

তারিখ ... 06 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৩ .....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুস্তম হত্যা

সন্দেহের তির ছাত্রলীগ নেতার দিকেই!

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শুক্রবার ভোরে উঠে পড়তে বসেন রুস্তম আলী আকন্দ। জুমার নামাজের আগে গোসল শেষ করে কক্ষে ফিরে আসেন রুস্তম। এর পরপরই গুলিতে নিহত হন তিনি। আর সেই গুলির শব্দের সময় তাঁর কক্ষে ছিলেন ছাত্রলীগের দুজন নেতা-কর্মী। পরে তাঁরা দুজনই রুস্তমকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে গত শুক্রবার দুপুরে ওই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় এমন চিত্র উঠে এসেছে। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁদের পরিচয় জানাননি। অবশ্য ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এ ঘটনার জন্য ছাত্রশিবিরকে দায়ী করা হয়েছে, যা তারা অস্বীকার করেছে।

সোহরাওয়ার্দী হলে রুস্তম ছিলেন ২৩০ নম্বর কক্ষে। আশপাশের কক্ষের একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। তাঁরা জানান, রুস্তম গোসল করে এসে ভেজা লুঙ্গি ও গামছা বাইরে শুকাতে দিয়ে কক্ষে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল গালিব (নৃবিজ্ঞান, চতুর্থ বর্ষ) ও ছাত্রলীগের কর্মী সেলিম রেজা (ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ) রুস্তমের কক্ষের বাইরে এসে জানালা দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। তখন বেলা একটা। জানালা দিয়ে কথা বলার পর তাঁরা দুজন রুস্তমের কক্ষে ঢোকেন। এ দৃশ্য দেখেছেন একাধিক আবাসিক

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

তির ছাত্রলীগ নেতার দিকেই!

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী। তবে গালিব ও সেলিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বলে দাবি করেছেন।

হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা বলছেন, বেলা একটা ১০ মিনিটের দিকে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। তবে মাঝেমধ্যে সোহরাওয়ার্দী হলে এ ধরনের শব্দ পাওয়া যায় বলে তাঁরা অতটা গুরুত্ব দেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী জানান, গুলির ঘটনার প্রায় ১০ মিনিট পর তিনি তাঁর কক্ষ থেকে বের হয়ে দেখতে পান, গালিব ও সেলিমসহ আরও কয়েকজন মিলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রুস্তমকে কক্ষ থেকে বের করছেন। এ সময় রুস্তমের শরীরে শুধু গুলি লাগার স্থান ছাড়া অন্য কোথাও রক্ত দেখা যায়নি। তাঁর কক্ষের একটি চকির পায়ের কাছে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে থাকতে দেখা যায়।

নেপথ্যে হল কমিটির পদ: ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগের সম্মেলনে সভাপতি প্রার্থী ছিলেন রুস্তম। তিনি ওই হলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর সভাপতি প্রার্থিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও। এ ছাড়া আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের কর্মী সেলিম হোসেন এবং মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কবির হোসেনও সভাপতি পদপ্রার্থী।

হল ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, রুস্তমের প্রার্থিতার কথা জানতে পেরে কবির হোসেন আর প্রার্থী হবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেলিম হোসেন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি, বরং এ নিয়ে রুস্তমের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটিও হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গালিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেলিম হোসেন। আর তাঁদেরই সহচর ছাত্রলীগের কর্মী সেলিম রেজা। যিনি সোহরাওয়ার্দী হলের পার্শ্ববর্তী শহীদ জিয়াউর রহমান হলে থাকেন। এই দ্বন্দ্বের জের ধরেই খুনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যা বলছে ছাত্রলীগ: বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন দাবি করেছেন, কয়েক দিন থেকে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে মুঠোফোনে হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছিল। সেই খুদে বার্তা তাঁদের কাছে আছে। ছাত্রশিবির পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল গালিবের সঙ্গে গতকাল শনিবার কথা বলার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

দলীয় কোন্দলের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, 'শিবির পরিকল্পিতভাবে এ খুন করেছে। ছাত্রলীগের কেউ এই কাজ করার প্রশ্নই আসে না।'

নগরের মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ বি এম রেজাউল করিম জানান, 'পুলিশের বেশ কয়েকটি টিম মাঠে কাজ করছে। আসলে কারা মেরেছে, তা আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।'

স্মারকলিপি: রুস্তম আলী আকন্দের খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ছাত্রলীগের ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রথম দিনের মতো গতকাল শনিবার পালিত হয়েছে। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সভাপতি আশরাফুল আলমকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ। খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিসহ ছয় দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে গিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি দেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ: রুস্তম হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমিতির সদস্যরা নিহতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন।

দাফন সম্পন্ন: গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, গতকাল সকালে জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলার চকনারায়ণপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে রুস্তম আলী আকন্দের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক ও প্রায় ১০০ জন ছাত্র নিহত রুস্তমের লাশ নিয়ে শুক্রবার রাত ১১টার দিকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান।

রুস্তমের বাবা শাহজাহান আলী চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, 'রুস্তমকে নিয়েই আমার অনেক আশা ছিল। সেই আশা আর কপালে সইলো না। আমি ছেলে হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই।'